রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৫ সনের ৫ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ২৯, ২০১৫

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৯—১২৫
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৪৯—১৬৮
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৫৩—১৭৯
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৫
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) .....তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৯ নভেম্বর ২০১৪

নং ০৭.০৮২.০৮৮.০৪.০০.১১৩.২০০৯.২২৬—মোসাম্মৎ সালমা বেগম (পরিচিতি নং ০০১-০০১-৩৫৪), সরকারি মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (রিজার্ভ)-এর বিরুদ্ধে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির দায়ে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) এবং ৩(সি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ (Misconduct) এবং পলায়ন (Desertion)-এর অভিযোগে ২৭-০৭-২০১৪ তারিখে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়;

যেহেতু, তিনি ১২-০৮-২০১৪ তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন করেন এবং ৩০-১০-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা শুনানীতে উপস্থিত হয়ে সরকারি কর্মে অনুপস্থিত থাকা ও ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের ন্যায়সঙ্গত আদেশ পালনে অসমর্থ হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে জানান যে, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে তিনি দুই মেয়াদে ২ বছরের শিক্ষা ছুটি এবং পরবর্তী ২ বছর অসাধারণ ছুটি গ্রহণ করেন। ইত্যবসরে তিনি সন্তানসম্ভবা হন। তাঁর গর্ভে জমজ সন্তান থাকায় এবং শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়ায় দীর্ঘ সময় ভ্রমণ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে মর্মে চিকিৎসক তাঁকে অবহিত করেন। একারণে তিনি অনুমোদিত ছুটি শেষ হবার পরে মাতৃত্বজনিত ঝুঁকি এড়ানোর জন্য দেশে না ফিরে আরও ১ বছরের অসাধারণ ছুটি মঞ্জুরের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু তাঁর আবেদন মঞ্জুর হয়নি। ইতোমধ্যে তিনি জমজ সন্তান প্রসব করেন এবং

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

শারীরিক ধকল কাটিয়ে দেশে ফিরে ২০-০৭-২০১৪ তারিখে কাজে যোগদান করেন। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য তিনি নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল করবেন না মর্মে অঙ্গীকার করেন;

অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব, উভয় পক্ষের দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং নথি ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা মোসাম্মৎ সালমা বেগম ১০ মাস ২৬ দিন বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন, যা বিধিসম্মত হয়নি। তবে তাঁর বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান থেকে যে, তাঁর অনুমোদিত অসাধারণ ছুটি শেষ হবার আগেই তিনি সন্তানসম্ভবা হন এবং যমজ সন্তান গর্ভে থাকার কারণে শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। একারণে তিনি মাতৃত্বজনিত ঝুঁকি এড়ানোর লক্ষ্যে দেশে না ফিরে পুনরায় এক বছরের অসাধারণ ছুটি মঞ্জুরের আবেদন করেন। তিনি উক্ত সময়ে প্রসূতি ছুটির জন্য অজ্ঞতাবশতঃ আবেদন করেননি মর্মে উল্লেখ করেন।

সেহেতু, সার্বিক দিক বিবেচনায় মোসাম্মৎ সালমা বেগম (পরিচিতি নম্বর ০০১-০০১-৩৫৪), সহকারি মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (রিজার্ভ)-কে শুনানিকালে কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁকে মৌখিকভাবে সতর্ক করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় অভিযোগের দায় থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেয়া হলো এবং তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতিকাল ২৫-০৮-২০১৩ হতে ১৯-০৭-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ১০ মাস ২৬ দিন অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহবুব আহমেদ
সিনিয়র সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ, ২৮ অক্টোবর ২০১৪

নং বিচার-৭/২এন-১৮৩/৭৬-৪১৬—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোহাম্মদ হাসান আল মামুন, পিতা মৃত হারুনুর রশিদ, মাতা মোছাঃ জায়েদা খাতুন, গ্রাম নওয়াগ্রাম, ডাকঘর উদয়পুর হাইস্কুল,উপজেলা সুজানগর, জেলা পাবনা)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার ০৯নং নাজিরগঞ্জ ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরি-প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭(সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-৫৮/২০১১-৪১৭—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ মাশুক আহমদ, পিতা-মৃত মোঃ আছলম আলী, মাতা মৃত নুরুন নেছা, গ্রাম কাড়ারাই, ডাকঘর-দামুধরতপী, উপজেলা-দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, জেলা সুনামগঞ্জ) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার ৪নং পূর্বপাগলা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ, ৩০ অক্টোবর ২০১৪

নং বিচার-৭/২এন-৬৯/০৪-৪২৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব সাইফুল ইসলাম, পিতা মোঃ আবু সাঈদ, মাতা মোসাঃ তহমিনা আক্তার, গ্রাম উফারমারা, ডাকঘর-বুড়িমারী, উপজেলা পাটগ্রাম, জেলা লালমনিরহাট) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার ৮নং বুড়িমারী ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

মোহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

কৃষি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৩

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৫ কার্তিক ১৪২১/৩০ অক্টোবর ২০১৪

নং ১২.৮০.০০০০.০৮৪.১৪.১১১.১৩-২৪৩—কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের ভৌত কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়নের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম প্রধানের নেতৃত্বে নিম্নরূপে নির্দেশক্রমে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হলোঃ

কমিটির গঠন ঃ

আহ্বায়ক

(১) যুগ্ম-প্রধান, কৃষি মন্ত্রণালয়।

সদস্যবৃন্দ

(২) প্রতিনিধি, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।

(৩) প্রতিনিধি, আইএমইডি।

(৪ উপ প্রধান-১, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়।

(৫) সংশ্লিষ্ট ডেস্ক কর্মকর্তা, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়।

(৬) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)।

সদস্য সচিব

(৭) প্রকল্প পরিচালক, "পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা (১ম সংশোধিত)" প্রকল্প, বিজেআরআই।

কমিটির কার্যপরিধিঃ

কমিটি প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্পের ভৌত কার্যক্রমের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করবে;

কমিটি প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে; এবং

কমিটি প্রয়োজনে অতিরিক্ত সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

নং ১২.৮০.০০০০.০৮৪.১৪.০৫৯.১৩-২৪৪—কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বিনা'র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং উপকেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম প্রধানের নেতৃত্বে নিম্নরূপে নির্দেশক্রমে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হলোঃ

কমিটির গঠন

আহ্বায়ক

(১) যুগ্ম-প্রধান, কৃষি মন্ত্রণালয়।

সদস্যবৃন্দ

(২) প্রতিনিধি, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।

(৩) প্রতিনিধি, আইএমইডি।

(৪ উপ প্রধান-১, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়।

(৫) সংশ্লিষ্ট ডেস্ক কর্মকর্তা, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়।

(৬) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)।

সদস্য সচিব

(৭) প্রকল্প পরিচালক, "বিনা'র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং উপকেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প, বিনা।

কার্যপরিধিঃ

কমিটি প্রকল্প এলাকা ২/৩ মাস পরপর সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে এবং

কমিটি প্রয়োজনে অতিরিক্ত সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শায়লা শার্মিন জামান
সিনিয়র সহকারী প্রধান।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২ কার্তিক ১৪২১/০৬ নভেম্বর ২০১৪

নং ২৫.০০.০০০০.০১৯.০২.১৪.১৯৯৯-৬০৪—চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ ১৯৫৯ এর ৪(২) (এইচ) উপ-ধারাবলে সরকার নিম্নবর্ণিত কাউন্সিলর ২ (দুই) জনকে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করলেনঃ

(ক) জনাব এম জহিরুল আলম দোভাষ, কাউন্সিলর, দোভাষ হাউস, ২২৯ কবি নজরুল ইসলাম রোড, ফিরিঙ্গী বাজার, চট্টগ্রাম।

(খ) জনাব মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, ১০৫৯, ও.আর.নিজাম রোড, গোলপাহাড়, মেহেদীবাগ, চট্টগ্রাম।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শ্যামলী নবী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ অক্টোবর ২০১৪

নং ২৮.০১৩.০১১.০২.০০.০৩৪.২০১০-৩৫৫—বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ১৩নং

আইন) এর ৬(২) ধারা অনুযায়ী জনাব রহমান মুরশেদ, পিতা মতিউর রহমান খান, মাতা রোকেয়া বেগম, বাড়ী নং ৮০, সড়ক নং ৯/এ, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা ১২০৯ কে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর সদস্য হিসেবে নিম্নে উল্লিখিত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। **নিয়োগের শর্তাবলী নিম্নরূপঃ**

(ক) তাঁর চাকুরির মেয়াদ ৩ (তিন) বৎসর এবং এই মেয়াদ যোগদানের তারিখ হতে কার্যকর হবে;

(খ) তাঁর চাকুরি কমিশনের সার্বক্ষণিক চাকুরি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং কমিশনে নিযুক্ত থাকা অবস্থায় তিনি লাভজনক অন্য কোন চাকুরিতে নিয়োজিত হতে পারবেন না ;

(গ) তিনি যে কোন সময় ১ (এক) মাসের নোটিশ প্রদানপূর্বক রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করতে পারবেন ;

(ঘ) তাঁর অপসারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ১১ ধারা প্রযোজ্য হবে;

(ঙ) তিনি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৯-০৫-২০১১ তারিখের স্মারক নং ০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০০২.২০১০-১৫১ দ্বারা মাসিক মূল বেতন হিসেবে নির্ধারিত ৪৯,০০০ (উনপঞ্চাশ হাজার) টাকা ও বাড়ি ভাড়া বাবদ নির্ধারিত ২৬,৬০০ (ছাব্বিশ হাজার ছয়শত) টাকা প্রাপ্য হবেন। এছাড়া, তিনি তাঁর ব্যবহারের জন্য একটি সার্বক্ষণিক মোটরযান এবং তাঁর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জন্য দেশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা ভোগ করবেন;

(চ) নিয়োগ প্রাপ্তির পর তিনি নিজ নামে বা বেনামে (পোষ্যদের নামে) বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতভুক্ত কোন ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন না ;

(ছ) চাকুরি সংক্রান্ত অন্যান্য শর্ত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এবং এনার্জি রেগুরেটরী কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০০৫ এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন), আইন, ২০১০ ও পরবর্তীতে প্রণীতব্য বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী জেবুন্নেছা বেগম
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)।

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ অধিশাখা-০১
এল, এ, কেস নং ৫৯/১৯৬৩-৬৪
'ঘ' ফরম
সম্পত্তি হুকুম দখলের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ০৩ অগ্রহায়ণ ১৪২১/১৭ নভেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৪৯.১৪-৪০৫—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন)-এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৯-১১-১৯৬৩ তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হইয়াছে ;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণের আওতাধীন রহিয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হইল ।

তফসিল

জেলা নওগাঁ, উপজেলা পোরশা, মৌজা নিতপুর, জে, এল, নং ৮০।

খতিয়ান নং	সি,এস দাগ নং	দাগে মোট জমি	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৬৩০	১১৩২	০.৬৪	০.৩৩

সর্বমোট জমির পরিমাণ কম/বেশী=০.৩৩ একর।

জমির নক্শা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

এল, এ, কেস নং ২৫/১৯৬৮-৬৯
'ঘ' ফরম
সম্পত্তি হুকুম দখলের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ০৩ অগ্রহায়ণ ১৪২১/১৭ নভেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.৪৯.১৪-৪০৫—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন)-এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৮-০৪-১৯৭০ তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হইয়াছে ;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণের আওতাধীন রহিয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হইল ।

তফসিল

জেলা নওগাঁ, উপজেলা রাণীনগর, মৌজা বালুভরা, জে, এল, নং ০১।

খতিয়ান নং	সি,এস দাগ নং	দাগে মোট জমি	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১২৮	৩৬৫	০.৬১	০.৬১
১২৮/১	৩৬৬	০.৪৯	০.০৪
১২৮/১	৩৬৭	০.২১	০.০৪

খতিয়ান নং	সি,এস দাগ নং	দাগে মোট জমি	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১২৮/১	৩৬৮	০.১৫	০.১৫
২২৩/১	৩৬৯	০৪৮.	০.০৮
১২৮	১২৭৮	০.৪২	০.৪২
			মোট ১.৩৪ একর।

সর্বমোট জমির পরিমাণ কম/বেশী=১.৩৪ একর।

জমির নক্শা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

এল, এ, কেস নং ১১মিস/১৯৬৬
'ঘ' ফরম
ঘোষণা
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ০৩ অগ্রহায়ণ ১৪২১/১৭ নভেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৬.১৪-৪০৬—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন)-এর ৩ ধারা অনুযায়ী ২৭-০৪-১৯৬৬ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে ;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা কাহালু, জে,এল, নং ৯৮, উপজেলা কাহালু, জেলা বগুড়া।

দাগ নং (সিএস)	জমির পরিমাণ (একর)
৬২০	০.০৯০০
৬২১	০.১৬০০
৬২২	০.১২০০
৬২৩	০.০৬০০
৬২৫	০.০৮০০
৬২৬	০.০৭০০
৮১৩	০.০৩০০
৮১৪	০.০২০০

মোট ০.৬৩০০ একর

মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

এল, এ, কেস নং ৫০ জি/১৯৭৭
'ঘ' ফরম
ঘোষণা
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ০৩ অগ্রহায়ণ ১৪২১/১৭ নভেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৬.১৪-৪০৬—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) অনুযায়ী ২০-০৫-১৯৭৭ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল :

তফসিল

মৌজা পারতিত পরল, জে, এল, নং ৯২, উপজেলা সারিয়াকান্দি, জেলা বগুড়া।

দাগ নং (সিএস)	জমির পরিমাণ (একর)
৮১৭	০.০৩
৮১৮	০.০৩
৮১৯	০.০৬
৮২০	০.০৩
৮২১	০.৭০
৮৩০	০.১২
৮৩২	০.০৫
৮৩৩	০.০৪
৮৩৪	০.১২
৮৩৮	০.০১
৮৩৯	০.০২
৮৪১	০.০৩
৮৪২	০.০৮
৮৪৩	০.১৭
৮৪৪	০.০৬
৮৫৭	০.১৮
৮৫৮	০.২৪
৮৭০	০.০৩
৮৭২	০.০৬
	সর্বমোট ২.০৬ একর

রাষ্ট্রপুতর আদেশক্রমে

মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

এল, এ, কেস নং ৩৯(বি)/৭৭-৭৮
'ঘ' ফরম
ঘোষণা
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৬ অক্টোবর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৪.১৪-৩১২—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন)-এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৪-১০-১৯৮০ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে ;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ (৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ (৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল :

তফসিল

জেলা ঝালকাঠি, উপজেলা নলছিটি, মৌজা ১২৩ নং ভাংঙ্গা দেউলা।

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরমাণ	
		একর	শতাংশ
১	২	৩	৪
১৩৬	১আংশিক	০	২৫
১২,১৭,২২	১৮ ,,	০	০৬
১২,১৭,২৩	২৬ ,,	০	১১
১২	২৯ ,,	০	০৬
১৪৭	৩০ ,,	০	০৪
১১	৩১ ,,	০	১২
১৫৩	৫২ ,,	০	১৬
১৫৩	৫৪ ,,	০	০৪
১৫৩	৫৬ ,,	০	০৩
১৭৭	৬৯ ,,	০	১৭
১৭৭	৭২ ,,	০	০৪
১৭৭	৭৪ ,,	০	০৬
১৭৭	৭৫ ,,	০	০২
১৭৭	৮০ ,,	০	০৬
৪৪	৮৫ ,,	০	০৩
৯৮	৯১ ,,	০	১০
	সর্বমোট জমির পরিমাণ ১.৩৫ একর।		

জমির নকশা (এল, এ প্লান) জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।

এল, এ, কেস নং ৪০(বি)/৭৭-৭৮

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৬ অক্টোবর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৪.১৪-৩১৩—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন)-এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৫-১০-১৯৮০ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে ;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে ;

এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ (৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ (৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো :

তফসিল

জেলা ঝালকাঠি, উপজেলা নলছিটি, মৌজা ১১৯ নং গৌরিপাশা।

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরমাণ	
		একর	শতাংশ
১	২	৩	৪
৩৮২,৪১৭	৫০৩আংশিক	০	০৫
৩৩৪	৫০৪ ,,	০	০১
৩৮২,৪১৭	৫০৫ ,,	০	০৬
১০৮,৪১৭	৫০৬ ,,	০	১৫
৩৩৯,৩৪০, ৩৪১,৪১৭	৫০৭ ,,	০	১২
২০৯,২১০	৫০৮ ,,	০	১০
৩৯৭	৬৩০ ,,	০	০৬
২	৬৩১ ,,	০	১৭
	সর্বমোট জমির পরিমাণ ০.৭২ একর।		

জমির নকশা (এল, এ প্লান) জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।

এল, এ, কেস নং ৪১(বি)/৭৭-৭৮

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৬ অক্টোবর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৪.১৪-৩১৪—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন)-এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৬-০৭-১৯৭৮ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে ;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে ;

এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ (৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ (৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো :

তফসিল

জেলা ঝালকাঠি, উপজেলা নলছিটি, মৌজা ১২৮ নং তিমির কাঠী।

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরমাণ	
		একর	শতাংশ
১	২	৩	৪
২২১,৫১৫,৫১৯	১৫৯২আংশিক	০	০২
২৭৫	১৫৯৭ ,,	০	০২
১৬২	১৫৯৮ ,,	০	০১
৮৭২	১৫৯৯ ,,	০	০৬
২৬৬,৬৭৭,৬৭৮	১৬০০ পূর্ণ	০	৩৭
৬৭৭	১৬০১আংশিক	০	০২
১৩৫,১৩৮	১৬০৩ ,,	০	৩৬
৮৯১	১৬০৪ ,,	০	০৬
২৬৩	১৬১৯ ,,	০	১৫
১২২	১৬২০ ,,	০	০২
২৬৩	১৬২১ ,,	০	০৮
৪৩০	১৬২২ ,,	০	১৪
৭৯৬	১৬২৩ ,,	০	০৮
৬৯০	১৬২৪ ,,	০	০৬
২৬৪,৩৪০,৮৭০, ৩৭২,৪৩২,৪৪২, ৫৩৩,৫৩৪,৫৪২, ৬২০	১৬২৫ ,,	০	০৫
৭,৯,৪৯৪	১৬৪২ ,,	০	০৭
২৭৫	১৬৪৩ ,,	০	১০
৩০৯,৩১১,৭৬৩	১৭৮০ ,,	০	০৪
৩১১,৭৬৩	১৭৮১ ,,	০	০৮
৪৫২,৭৬৩	১৭৮২ ,,	০	০৪
৩১১,৭৬৩	১৭৮৩ ,,	০	০৭
৩১০,৭৬৩	১৭৯১ ,,	০	০৩
৮৫৮	১৭৯২ ,,	০	০২
৪৫২,৭৬৩	১৭৯৩ ,,	০	০২
৩১৪	১৭৯৪ ,,	০	০৩
৩১৪	১৭৯৫আংশিক	০	০৩
৪২	১৭৯৬ ,,	০	০৩
৪২	১৭৯৭ ,,	০	০৪
৪২	১৮০৩ ,,	০	০৪
৪২	১৮০৪ ,,	০	০১
২৫,২৬	১৮০৬ ,,	০	০৪
২৬	১৮০৭ ,,	০	০৪
২৬	১৮০৮ ,,	০	০১
২৬	১৮০৯ ,,	০	০১
৩০১	১৮১০ ,,	০	০২
৬৫,৮১২,৮১৩	১৮১১ ,,	০	০৩
৩০৩	১৮১২ ,,	০	০৪
৩১	২১৮৯ ,,	০	১০
২৮২	২১৯০ ,,	০	০৬
৫০০	২১৯১ ,,	০	০২
৪৭৬	২১৯২ ,,	০	০৬
২৮২,৫২৯	২১৯৩ ,,	০	০৮
২৯৪	২১৯৪ ,,	০	০২
২৭১,২৭২,৭৭৮, ৫২৮,৫২৬	২১৯৫ ,,	০	০২
	সর্বমোট জমির পরিমাণ ২.৭০ একর।		

জমির নকশা (এল, এ প্লান) জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।

এল,এ কেস নং-৪৪(বি)/৭৭-৭৮
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৬ অক্টোবর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৪.১৪-৩১৫—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৩-০৯-১৯৭৯ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে ;

এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫(৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা ঝালকাঠি, উপজেলা নলছিটি, মৌজা ১৩২ নং গোয়ালকাঠি।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/ পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
১	২	৩	৪	৫
২০২, ৭৪৬	২০	আংশিক	০	২০
১২৫, ১৮৭, ১৯১, ১৯৯, ৭০৭	৪২	,,	০	১০
১২৫, ১৮৭, ১৯১, ১৯৯, ৭০৭	৪৩	,,	০	০২
১২৫, ১৮৭, ১৯১, ১৯৯, ৭০৭	৪৫	,,	০	০৪
২২২	৪৬	,,	০	০১
২০২, ৭৪৬	৫২	,,	০	১৫
২০২, ৭৪৬	৫৪	,,	০	১৫
৯৯	৫৫	,,	০	৩০
২২২	৫৬	,,	০	০৯
৩৭৮	৫৭	,,	০	২৪
৯৯	৫৮	পূর্ণ	০	০৩
৩৭৮	৫৯	আংশিক	০	০৮
৩৭৮	৬০	,,	০	৩৬
৩৭৮	৬৪	,,	০	০৬
৩৭৮	৬৫	,,	০	৩০
১২১, ৪৫৫	৬৬	,,	০	১০
১২৫, ১৮৭, ১৯১, ১৯৯, ৭০৭	৬৭	,,	০	০৬
৫২১	৬৮	,,	০	০৭
৩০৮, ৫৬৮	৭৪	,,	০	০৮
৩০৮, ৫৬৮	৮৯	,,	০	০২
৩৫৮	৯১	,,	০	২৮
৩০৯, ৩১০	৯৪	,,	০	১০
৩৫৯	৯৬	,,	০	২৬
৩৫৮	৯৭	,,	০	০১
১২৭, ৭০৫	১০৩	পূর্ণ	০	১০
৩৭৪	১৫২	আংশিক	০	০৯
৩৭৮	১৫৩	,,	০	০৫
২৯৪, ৭৪৭	১৫৪	,,	০	২০
৫৮	২২১	,,	০	০৪
৪৪৩	২৪৯	,,	০	০৩
১	২	৩	৪	৫
৩৪, ৬৪, ৩১১, ৩১২	২৫৯	আংশিক	০	৩৮
৩৪, ৩১১, ৩১২	২৬০	,,	০	০৫
৩৫২, ৪৫২, ৫৭৬	২৬৪	,,	০	২৪
৯, ২০৮, ৩৪০, ৪০২, ৫০৮, ৫১২, ৭১২	২৬৬	,,	০	৩০
২০৮, ৪০১, ৫০৭, ৫১১, ৭১১	২৬৯	,,	০	১৮
২০৭, ৪০২, ৫০৮, ৫১২, ৭১২	২৭৭	,,	০	২১
২০৭, ৪০১, ৫০৭, ৫১১, ৫১২, ৭১১	২৮২	,,	০	০৩
৫৬২	২৮৩	,,	০	০৫
৬, ১২২, ৬৪৩	২৮৪	,,	০	২৮
৩৯৯, ৫৮০, ৫৮১	২৮৫	,,	০	২২
৩৯৯, ৫৮০, ৫৮১	২৮৭	,,	০	০২
২৫৯, ৪৩৮, ৬২২, ৬২৩	২৮৮	,,	০	১০
৩৯৯, ৫৮০, ৫৮১	২৮৯	,,	০	০১
৩৯৯, ৫৮০, ৫৮১	২৯০	,,	০	০৮
১২০, ৬২১	২৯৮	,,	০	০২
১২০, ৬২১	২৯৯	,,	০	০৫
৫৮০, ৫৮১, ৬৪২	৩১৩	,,	০	০৮
১০৯, ১১৭	৩১৪	,,	০	১২
১২৮	৩১৬	,,	০	১৪
২৮৯	৩১৭	,,	০	০৫
২৮৯	৩২০	,,	০	০৫
১২৮	৩২১	পূর্ণ	০	০৬
৪১১	৩২২	আংশিক	০	১৫
৪৫৬, ৪৫৮	৩২৩	,,	০	০৫
৪৫৬, ৪৫৮	৩২৪	,,	০	০৪
৪৫৯	৩২৭	,,	০	০৩

সর্বমোট জমির পরিমাণ=৬.৬১ একর।

জমির নকশা (এল,এ প্লান) জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।

এল,এ কেস নং-৪৫(বি)/৭৭-৭৮
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৬ অক্টোবর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৪.১৪-৩১৬—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১২-০৪-১৯৮০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫(৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা ঝালকাঠি, উপজেলা নলছিটি, মৌজা ১২১ অনুরাগ।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
১	২	৩	৪	৫
২	৩৫	আংশিক	০	০১
২১৫	১৯৪	,,	০	০২
৩৬৮	১৯৫	,,	০	০৫
৩৬৮	১৯৬	,,	০	০৩
৩৬৮	২০২	,,	০	০৬
২১৪, ৩১৬	২০৩	,,	০	০১
১৭৫, ২১৪, ৩১৬	২০৪	,,	০	০২
২২১	২০৫	,,	০	০১
২১৪, ১৭৫, ৩১৬	২০৬	,,	০	০৫
১৩, ১৪, ১৫, ৩১৫	৩৬৯	,,	০	২০
১	৩৮৪	,,	০	০৫
৯৫	৪৭৩	,,	০	০৩
২৩৩	৪৭৪	,,	০	০৩
৯৫	৪৭৫	,,	০	০৯
১৮৩	৪৭৬	,,	০	১১
৩০০	৪৯৫	,,	০	১২
৩৮০	৪৯৬	,,	০	০৬
১৫৩, ২১১	৫০১	,,	০	০৪
১৯৭	৫০২	,,	০	১১
২৮৮	৫০৩	,,	০	১৬
২৬৫	৫০৪	,,	০	০২
৩৫৬	৫০৫	,,	০	১০
২৬৫	৫০৬	,,	০	০২
১	৫৫৩	,,	০	০৮
১	২	৩	৪	৫
১৫৮	৫৫৭	আংশিক	০	০৮
১	৫৫৮	,,	০	০৮
৯৩	৫৫৯	,,	০	১০
৫২	৫৬০	,,	০	০১
২১৩	৫৬১	,,	০	০৬
২৫০	৫৬৪	,,	০	১৪
২৫০	৫৬৫	,,	০	০৫
১, ৩০৩	৫৬৬	,,	০	১৩
১	৫৯৫	,,	০	০১
১	৫৯৭	,,	০	৪২
৮৪	৬৭২	পূর্ণ	০	০৭
২৫০	৬৭৩	,,	০	০৭
১১৪	৬৭৪	,,	০	০৭

সর্বমোট জমির পরিমাণ=২.৭৭ একর।

জমির নকশা (এল,এ প্লান) জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।

এল,এ কেস নং-৪৬(বি)/৭৭-৭৮
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৬ অক্টোবর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৪.১৪-৩১৭—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৫-০২-১৯৮০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫(৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা ঝালকাঠি, উপজেলা নলছিটি, মৌজা ১৩৩ মালোয়ার।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
১	২	৩	৪	৫
৪৫৮, ৫৮০, ৬১৪	১১২	আংশিক	০	০৭
৫৫, ৪৩৯	১১৩	,,	০	০৪

১	২	৩	৪	৫
৭৫	১১৪	আংশিক	০	০৩
৭৫	১১৫	,,	০	০৫
৪২৮	১১৬	,,	০	০৭
৫৯৯	১৩৩	,,	০	০২
৫৯৮	১৩৪	,,	০	১০
৪৩২, ৫০৬	১৩৫	,,	০	০২
৫৯৭	১৩৬	,,	০	০৬
৪৩২, ৫০৬	১৩৭	,,	০	০৪
৪২৯	২০১	,,	০	০৪
৩২২	২০২	,,	০	০৩
৩২২	২০৩	,,	০	০২
৪৪৬	২০৪	,,	০	০৩
৪০৫	২০৫	,,	০	০৪
২৩২	২০৬	,,	০	০১
২৩২	৩০৭	,,	০	০২
২৩১, ৪৯৮	৩০৮	,,	০	০৩
২৩১, ৪৯৮	৩০৯	,,	০	০৫
৫৪২	৩১০	,,	০	০১
৫৪২	৩১১	,,	০	০৫
৪৬৯, ৫৯০, ৫৯১	৩১২	,,	০	০৪
১৫৬	৩১৩	,,	০	০৩
৪৬৯, ৫৯০, ৫৯১	৩৩৮	,,	০	০৯
৬১২	৩৩৯	,,	০	০৮
৭৭	৪০৭	,,	০	০২
৭৭	৪০৮	,,	০	১২
৩	৪১০	,,	০	০১
৫৮৯	৪১১	,,	০	০৫
২৫২	৪১৪	,,	০	১০
২৫২	৪১৫	,,	০	০১
৩৭	৬৮০	,,	০	১২
২৮৭, ২৯৭	৬৮১	,,	০	১০
৫৫৬	৬৮৪	,,	০	১৩
৫৬১	৬৯৩	,,	০	০৯
২৪৯	৬৯৪	,,	০	০৮
২৪৯	৭১৭	,,	০	০৫
২৬৯	৭১৮	,,	০	০৮
৫৫২	৭১৯	,,	০	০১
১৭	৭২৩	,,	০	০৪
৩৬৯	৭২৪	,,	০	০৫
৫৮১	৭২৭	,,	০	০৫
৫৮১	৭২৮	,,	০	০৫
১০৯, ৫৬৩, ৬১০	৭৩০	,,	০	১৫

সর্বমোট জমির পরিমাণ=২.৩৮ একর।

জমির নকশা (এল,এ প্লান) জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।

এল,এ কেস নং-৪৭(বি)/৭৭-৭৮
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৬ অক্টোবর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৪.১৪-৩১৮—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১০-০৩-১৯৮১ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫(৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা ঝালকাঠি, উপজেলা নলছিটি, মৌজা ১৩০ নং দপদপিয়া।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/ পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
১	২	৩	৪	৫
২৩২	৪৫২	আংশিক	০	০৪
২৩১	৪৫৩	,,	০	০৫
১০১	৪৫৪	,,	০	০২
২৬২	৪৫৬	,,	০	০৩
৬৩৭	৪৫৮	,,	০	১০
৫৭০, ৬৬৬	৪৫৯	,,	০	০১

সর্বমোট জমির পরিমাণ=.২৫ একর।

জমির নকশা (এল,এ প্লান) জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।

এল,এ কেস নং-৪৮(বি)/৭৭-৭৮
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৬ অক্টোবর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৪.১৪-৩১৯—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১০-০৩-১৯৮১ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫(৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা ঝালকাঠি, উপজেলা নলছিটি, মৌজা ১২২ নং ফরাসিনা।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/ পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
১	২	৩	৪	৫
৩৯	১	আংশিক	০	০৭
৩৮	২৮	,,	০	০১
১৮	২৯	,,	০	০৬
৫, ২০, ৩৭	৩০	,,	০	০৩
৫, ১৯, ২০	৩৪	,,	০	০৯
৪৩	৩৬	,,	০	০৫
৩০	৩৯	,,	০	০৪
৩৪	৪০	,,	০	০৮

সর্বমোট জমির পরিমাণ=.৪৩ একর।

জমির নকশা (এল,এ প্লান) জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।

এল,এ কেস নং-৪৯(বি)/৭৭-৭৮
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৬ অক্টোবর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৪.১৪-৩২০—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৮-১০-১৯৮০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫(৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা ঝালকাঠি, উপজেলা নলছিটি, মৌজা ১৩১ নং ভরতকাঠি।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/ পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
১	২	৩	৪	৫
৮১১, ৮১২	২০৮	আংশিক	০	০২
২১	২১৯	,,	০	১২
৭৫৮	২২১	,,	০	০৫
৫	২২২	,,	০	০৮
৩৮০, ৩৮৪, ৩৮৭, ৭০৮, ৭০৯	২২৩	,,	০	১০
৩৮০, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৭, ৭০৮, ৭০৯	২২৪	,,	০	০৮
৪১৪	২২৫	,,	০	১০
৮১২	২২৬	,,	০	০৪
৪২১	২৩১	,,	০	১২
১৪৮, ৩৬৫, ৯০৯	২৩২	,,	০	০৯
৪২১	২৩৩	,,	০	০৭
৪১৩	২৩৪	,,	০	২১
৪১৪	২৩৫	,,	০	০২
৩৭৫, ৩৭৮, ৩৮০	২৩৭	,,	০	১১
৩৩০, ৩৯৬	২৪১	,,	০	১৮
৪২২	২৪২	,,	০	০৬
৬৫৪	২৮৬	,,	০	০৬
১৪	৪৮৬	,,	০	০৭
৬৮৩	৪৯৩	,,	০	০৫
৭০১	৪৯৪	,,	০	০২
৫১১	৪৯৫	,,	০	১৩
৫৪০	৪৯৬	,,	০	১৪
৬৫৮	৪৯৭	,,	০	০৮
৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৫১৩	৪৯৯	,,	০	০১
৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৫১৩	৫০০	,,	০	২৭
৭৯২	৫০১	,,	০	০৪
৪৪৯, ৪৫০, ৫১৩	৫১৪	,,	০	০৪
৫১১	৫১৫	পূর্ণ	০	০৮
৫১১	৫১৬	আংশিক	০	০৭
৫২২	৫১৮	,,	০	০১
৮৭০	৫১৯	,,	০	০৫
১১৬	৫২০	,,	০	১৪
৮৭৪	৫২১	,,	০	০৪
৯২১	৫৫২	,,	০	০৭
৬৩৫	৫৫৩	,,	০	০৭
৬৪৪	৫৫৪	,,	০	০৫

১	২	৩	৪	৫
৫৯৮	৭৬৩	আংশিক	০	০৫
৫৯৮	৭৬৪	,,	০	০১

সর্বমোট জমির পরিমাণ=৩.০০ একর।

জমির নকশা (এল,এ প্লান) জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।

জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ১২ কার্তিক ১৪২১/২৭ অক্টোবর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩১.০০৪.১৪-২৬৩—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালা ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭ উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত সংশোধিত আকারে স্বত্বলিপি চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	লক্ষিনারায়নপুর কদমতলী	৪৮	ভেদরগঞ্জ	শরীয়তপুর

নং ৩১.০৩৬.০৩৩.০০.০০.১৯১.২০১০-২৬৪—১৮৭৫ সনের জরিপ আইন (১৮৭৫ সনের ৫ম আইন) এর ৩ ধারা এবং ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ১ নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের জরিপ কাজ শুরু করার নিমিত্তে গেজেট করার জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হলো ঃ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	২	৩	৪	৫
(১)	ডাকুর বুনিয়া	১০	পটুয়াখালী সদর	পটুয়াখালী
(২)	ঘোপখালী	১২	পটুয়াখালী সদর	পটুয়াখালী
(৩)	লাউকাঠি কিসমত	৩৭	পটুয়াখালী সদর	পটুয়াখালী
(৪)	পটুয়াখালী	৩৮	পটুয়াখালী সদর	পটুয়াখালী
(৫)	পূর্ব জৈন কাঠি	৮৭	পটুয়াখালী সদর	পটুয়াখালী
(৬)	ভূমিরা	৯৮	পটুয়াখালী সদর	পটুয়াখালী
(৭)	উত্তর ধরন্দী	৯৯	পটুয়াখালী সদর	পটুয়াখালী
(৮)	মিঠাগঞ্জ	২১	কলাপাড়া	পটুয়াখালী
(৯)	উমেদপুর	২২	কলাপাড়া	পটুয়াখালী
(১০)	নবীপুর	৪০	কলাপাড়া	পটুয়াখালী
(১১)	টুংগী বাড়িয়া	৪১	কলাপাড়া	পটুয়াখালী
(১২)	কুমির মারা	৪২	কলাপাড়া	পটুয়াখালী
(১৩)	চর ঘুনী	৯৪	দশমিনা	পটুয়াখালী
(১৪)	উত্তর হোসনাবাদ	৫১	বাউফল	পটুয়াখালী

তারিখ, ২৯ অক্টোবর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩১.০০৪.১৪-২৬৫—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালা ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭ উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত সংশোধিত আকারে মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চুড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	খাইলপাড়া	১২	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(২)	উত্তর বাহিরদিয়া	২৭	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(৩)	মিটাইন	৫৮	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(৪)	নতিবদিয়া	৬৮	বোয়ালমারী	ফরিদপুর

মোঃ শিব্বির আহমদ উছমানী
সহকারী সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য-১ অধিশাখা

তারিখ, ২৯ অক্টোবর ২০১৪

নং ৩৩.০০.০০০০.১২৬.১০.০০১.১৩-৫০৩—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মানিক মিঞা, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফেণী (সাময়িক বরখাস্ত) বর্তমানে উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা দপ্তরে সংযুক্ত এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০২-০৯-২০১৪ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১২৬.১০. ০০১.১৩-৪০৫ ও ৪০৬ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা নং ০৫/২০১৪ রুজু করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মানিক মিঞা এর বর্তমান কর্মস্থলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয় এবং ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিত জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়;

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মানিক মিঞা গত ১৪-৯-২০১৪ তারিখে তাঁর লিখিত জবাব দাখিল করেন ও ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১৯-১০-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য ও উপস্থাপিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় জনাব মোহাম্মদ মানিক মিঞা এর জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ধারায় "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয় এবং লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় জনাব মোহাম্মদ মানিক মিঞা, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফেণী (সাময়িক বরখাস্ত) বর্তমানে উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা দপ্তর সংযুক্ত-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২) (বি) বিধি মোতাবেক তাঁর পরবর্তী বার্ষিক বর্ধিত বেতন ০২(দুই) বছরের জন্য স্থগিত করা হলো।

এ সাথে তাঁর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো। তাঁর সাময়িক বরখাস্তকাল কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে এবং বিধি মোতাবেক তিনি বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

শেলীনা আফরোজা, পিএইচডি
সচিব।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

ক্রীড়া-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৬ নভেম্বর ২০১৪

নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.০২০.১৩১.২০১১-৬৪০—জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ১৬-১০-২০১৫ তারিখের এনএসসি/১২০/২১/জেন/৪১৫৩ নং স্মারকের প্রেক্ষিতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ১৯৭৪ (সংশোধনী অধ্যাদেশ-১৯৭৬) এর ২০ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক জনাব মুশফিকুর রহমান মোহন কে বাংলাদেশ স্কোয়াশ র‍্যাকেটস ফেডারেশন এর সভাপতি পদের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.০২০.১৩১.২০১১-৬৪১—জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ১৯৭৪ (সংশোধনী অধ্যাদেশ-১৯৭৬) এর ২০ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক কর্ণেল (অবঃ) মুহাম্মদ ফারুক খান, মাননীয় সংসদ সদস্য (গোপালগঞ্জ-১)-কে বাংলাদেশ স্কোয়াশ র‍্যাকেটস ফেডারেশনের সভাপতি পদে নিয়োগ দান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোরশেদা আখতার
সহকারী সচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৫ নভেম্বর ২০১৪/২১ কার্তিক ১৪২১

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০২.১৪-১৮৩—জনাব মোঃ নুরুল হুদা খান (পরিচিতি নম্বর ০০৫০০৮), নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল, চঃ দাঃ), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা কে কানাডার University of Waterloo তে Masters Programme in Environmental Engineering Course-এর অধ্যয়নের জন্য ২৫-০৮-২০১০ তারিখের ৩৫.০২২.০১৫.০০.০০.০১৯.২০১০-৫৩৯ সংখ্যক স্মারকমূলে ১৫-০৭-২০১০ তারিখ অথবা নিকটবর্তী সম্ভাব্য তারিখ হতে ০১(এক) বছরের প্রেষণ শর্ত সাপেক্ষে মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে ৩১-০৭-২০১১ তারিখের ৩৫.০২২.০১৫. ০০.০০.০১৯.২০১০-৫৯০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে মঞ্জুরীকৃত অধ্যয়ন ছুটির অতিরিক্ত আরো ০২(দুই) বছর বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি শর্ত সাপেক্ষে মঞ্জুর করা হয়। উক্ত ছুটির মেয়াদ ১৩-০৯-২০১৩ তারিখ শেষ হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি তিনি কর্মস্থলে যোগদান না করে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, এ প্রেক্ষাপটে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ২(ডি) মোতাবেক ডিজারশন এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগবিবরণী অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হলে তা প্রাপ্তি স্বীকার না হয়ে ফেরত আসে। তদপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(সি) মোতাবেক বিভাগীয় মামলার ধারাবাহিকতায় এ বিভাগের উপসচিব জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা গত ২২-০৫-২০১৪ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত ডিজারশন এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩) (ডি) মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে কেন উক্ত গুরুদণ্ড আরোপ করা হবে না, সে মর্মে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(৬) মোতাবেক ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ গত ০২-০৬-২০১৪ তারিখে প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবও পাওয়া যায়নি। তদপ্রেক্ষিতে তাঁকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত বহাল রেখে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩) (ডি) মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulation 1979 এর ৬ নম্বর রেগুলেশনের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন এর মতামত চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন জনাব মোঃ নুরুল হুদা খান (পরিচিতি নম্বর ০০৫০০৮), নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল, চঃ দাঃ) কে চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

যেহেতু, এ প্রেক্ষাপটে জনাব মোঃ নুরুল হুদা খান (পরিচিতি নম্বর-০০৫০০৮), নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল, চঃ দাঃ), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) করার বিষয়টি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু, এক্ষণে জনাব মোঃ নুরুল হুদা খান (পরিচিতি নম্বর-০০৫০০৮), নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল, চঃ দাঃ), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী

(শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক গত ১৪-০৯-২০১৩ তারিখ থেকে চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) করার গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এ, এন, ছিদ্দিক
সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-৭ (কলেজ-২)

তারিখ, ১৯ কার্তিক ১৪২১/০৩ অক্টোবর ২০১৪

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.১৬.১৪-৪৩৬—যেহেতু, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মনছুর আলমগীর, সহকারি অধ্যাপক (ইংরেজী), সিলেট সরকারি কলেজ সিলেট গত ১৬-১১-২০১৩ তারিখ হতে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন, সেহেতু তাঁর ১২-১০-২০১৪ তারিখে শুনানি গ্রহণ করা হয়। তাঁর বক্তব্যে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তার পিতা মাতা লিভারে প্রদহজনিত কারণে সেফটিসেমিয়া (রক্ত সংক্রমন) রোগে আক্রান্ত হয়ে শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় তিনি ঢাকায় তাঁদের চিকিৎসা করিয়েছিলেন। পিতা মাতার চিকিৎসা করাতে তাঁকে একাধারে অনিচ্ছাকৃতভাবে ঢাকায় অবস্থান করতে হয়েছে। এভাবে কর্মস্থলের বাহিরে অবস্থান করার অপরাধ স্বীকার করে তিনি নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এ বিষয়ে সরকার পক্ষে পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) লিখিতভাবে জানান যে, তিনি অতীতে এভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন না। তাই প্রথমবারের মত কর্মস্থলে অনুপস্থিতির কথা বিবেচনা করে তাঁকে ১৬-১১-২০১৩ তারিখ হতে ২৪-০৩-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মনছুর আলমগীর, সহকারি অধ্যাপক (ইংরেজী), সিলেট সরকারি কলেজ সিলেট তাঁর ব্যক্তিগত শুনানিতে উপস্থাপিত জবানবন্দি ও আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে ১৬-১১-২০১৩ তারিখ হতে ২৪-০৩-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত বিনা বেতনে অসাধরণ ছুটি মঞ্জুর করে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম খান
সচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা অনুবিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ কার্তিক ১৪২১/৫ নভেম্বর ২০১৪

নং ৩৬.০৮৪.০১৬.০২.০০.০৪৫.২০১৪-৯৬—শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বিসিক শিল্পনগরী বরগুনা (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আইএমইডি'র সুপারিশ অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালকের আর্থিক অনিয়ম তদন্ত করার লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হল ঃ

ক. কমিটির গঠন ঃ

আহবায়ক

(ক) যুগ্ম-প্রধান শিল্প মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(খ) চেয়ারমান, বিসিক-এর একজন প্রতিনিধি

(গ) শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এর প্রতিনিধি।

(ঘ) শিল্প সেক্টর, আইএমইডি এর প্রতিনিধি।

খ. কমিটির কর্ম-পরিধি (TOR) ঃ

(১) "বিসিক শিল্পনগরী-বরগুনা (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আইএমইডি'র সুপারিশ অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালকের আর্থিক অনিয়ম তদন্ত করে দু'সপ্তাহের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ের নিকট তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করবে; এবং

(২) বিবিধ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফররুখ আহম্মদ
সিনিয়র সহকারী প্রধান।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পুলিশ অধিশাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২ নভেম্বর ২০১৪

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০১.০১৯.১৪-৮৮৪**—জনাব সফিজুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার, আরআরএফ, খুলনাকে শৃঙ্খলা ভঙ্গ, অসদাচরণ, দুর্নীতি ও পুলিশ বিভাগের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করায় এতদ্বারা চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হ'ল।

২। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন এবং প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৩। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

আইন অধিশাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৩ অক্টোবর ২০১৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৪-৩৬৯—ঠাকুরগাঁও জেলার সদর থানার মামলা নং ৩২, তারিখ ১২-০১-২০১৪, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী ২০১২) ও (সংশোধনী ২০১৩)

এর ধারা ৬(২) মামলাটিতে আসামি মোঃ ঝনু মাহাবুব আলম (৪০), পিতা খরসেদ আলী, সাং গোপীকান্তপুর, থানা ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা ঠাকুরগাঁও গং অবৈধভাবে সমবেত হয়ে ভোটকেন্দ্রে অনধিকার প্রবেশ করে ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচাল করার জন্য জনসাধারণের মনে আতংক সৃষ্টি করে ভীতি প্রদর্শন, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে আক্রমন করে এবং নির্বাচন সামগ্রী ভাংচুর করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানো ও দেশের অরাজকতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী ২০১২) ও (সংশোধানী ২০১৩) এর ৬(২) ধারায় অপরাধের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খায়রুল আলম সেখ
উপ-সচিব।

আনসার অধিশাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৬ নভেম্বর ২০১৪

নং ৪৪.০৩.০০০০.১১৪.১৪.০০৩.১৪-২৬৪/৪—জনাব জানে আলম সুফিয়ান, সহকারী কমান্ড্যান্ট, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কার্যালয়, ভোলা [প্রাক্তন অধিনায়ক (চলতি দায়িত্ব), ৩ আনসার ব্যাটালিয়ন, ঘাগড়া, রাঙ্গামাটি] এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধির আওতায় 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত অপরাধের জন্য তাকে 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হ'ল।

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

কারা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১ কার্তিক ১৪২১/১৬ অক্টোবর ২০১৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০২৪.০১.০০১.১২-১৩৮—পবিত্র ঈদ-উল-আযহা ২০১৪ উপলক্ষে মুক্তিযোগ্য বন্দিদের মুক্তি প্রদানের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি ৪০১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লিখিত ০৭(সাত) জন বন্দির আরোপিত দণ্ড মওকুফ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	কয়েদি নম্বর, নাম, পিতার নাম এবং বয়স	কারাগারের নাম
(১)	কয়েদি নং-৩৬৩১/এ, মোঃ ফরিদ, পিতা মোঃ আলী, বয়স-৩৪ বছর।	দিনাজপুর জেলা কারাগার
(২)	কয়েদি নং-৭৫১১/এ, মোঃ মনির হোসেন, পিতা আনছার আলী রাড়ী, বয়স-২১ বছর।	ভোলা জেলা কারাগার
(৩)	কয়েদি নং ৪৮৯২/এ, কামাল হোসেন, পিতা মোস্তফা সওদাগর, বয়স ২৮ বছর।	ফেনী জেলা কারাগার
(৪)	কয়েদি নং ৪৮৪৫/এ, মোঃ এছাহাক আলী সরদার, পিতা মৃত চেরু সাহান, বয়স ৮১ বছর।	রাজশাহী কেন্দ্রিয় কারাগার
(৫)	কয়েদি নং ৭৬১২/এ, আইয়ুব আলী, পিতা শেহের আলী, বয়স ৪৯ বছর	ঢাকা কেন্দ্রিয় কারাগার
অচল, অক্ষম, দৃষ্টি শক্তি নষ্ট এবং দুরারোগ্য মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত		
(৬)	কয়েদি নং ৪১৪৯/এ, কাজুমদ্দিন ওরফে কাজু, পিতা মৃত ইমান আলী, বয়স ৯৭ বছর।	টাঙ্গাইল জেলা কারাগার
(৭)	কয়েদি নং ৫৮০/এ, মোঃ জহিরুল ইসলাম, পিতা মৃত জিন্নত আলী, বয়স ৪২ বছর।	ঢাকা কেন্দ্রিয় কারাগার

২। এ আদেশ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদন রয়েছে।

৩। অন্য কোন কারণে আটক রাখা আবশ্যক না হলে তাকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ফিরোজ সরকার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

শৃংখলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২২ অক্টোবর ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৪১.২০১৩-৮১৭—যেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ নুরুল হুদা তুহিন (কোড-১১১৩৭৯), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ গত ২৪-১২-২০০৩ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১) এর বিধি-৩৪ মোতাবেক তাঁর চাকুরি অবসান ঘটানোর আদেশ কেন জারি করা হবে না মর্মে তাঁকে ২৭-০২-২০১৩ তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি;

যেহেতু, তাঁর সরকারি চাকুরীতে অনুপস্থিতকাল একনাগাড়ে ০৫(পাঁচ) বছরের অধিক হয়েছে;

সেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১)-এর ৩৪ বিধি মোতাবেক তাঁর চাকুরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবসান ঘটেছে, এবং এই অবসান ডাঃ মোহাম্মদ নুরুল হুদা তুহিন (কোড-১১১৩৭৯), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ এর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির মেয়াদ ০৫(পাঁচ) বছর পূর্ণ হওয়ার পরদিন অর্থাৎ ২৫-১২-২০০৮ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

এই প্রজ্ঞাপন জনস্বার্থে জারি করা হল।

তারিখ, ২৮ অক্টোবর ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২৮৪.২০১২-৮৩০—যেহেতু, ডাঃ মাছুম হায়দার (কোড-১১৩৭০৪), মেডিকেল অফিসার, ভোলাগঞ্জ ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট গত ০১-০৫-২০০৭ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১) এর বিধি-৩৪ মোতাবেক তাঁর চাকুরি অবসান ঘটানোর আদেশ কেন জারি করা হবে না মর্মে তাঁকে ২৩-০১-২০১৩ তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি;

যেহেতু, তাঁর সরকারি চাকুরীতে অনুপস্থিতকাল একনাগাড়ে ০৫(পাঁচ) বছরের অধিক হয়েছে;

সেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১)-এর ৩৪ বিধি মোতাবেক তাঁর চাকুরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবসান ঘটেছে, এবং এই অবসান ডাঃ মাছুম হায়দার (কোড-১১৩৭০৪), মেডিকেল অফিসার, ভোলাগঞ্জ ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট এর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির মেয়াদ ০৫(পাঁচ) বছর পূর্ণ হওয়ার পরদিন অর্থাৎ ০২-০৫-২০১২ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

এই প্রজ্ঞাপন জনস্বার্থে জারি করা হল।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৬৪.২০১৩-৮৩২—যেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ ইমরোজ হাবিব (১১৪০৭২), মেডিকেল অফিসার, বড়গাংনী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা গত ০৫-০৫-২০০৭ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১) এর বিধি-৩৪ মোতাবেক তাঁর চাকুরি অবসান ঘটানোর আদেশ কেন জারি করা হবে না মর্মে তাঁকে ২২-০৪-২০১৩ তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি;

যেহেতু, তাঁর সরকারি চাকুরীতে অনুপস্থিতকাল একনাগাড়ে ০৫(পাঁচ) বছরের অধিক হয়েছে;

সেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১)-এর ৩৪ বিধি মোতাবেক তাঁর চাকুরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবসান ঘটেছে, এবং এই অবসান ডাঃ মোহাম্মদ ইমরোজ হাবিব (১১৪০৭২), মেডিকেল অফিসার, বড়গাংনী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা এর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির মেয়াদ ০৫(পাঁচ) বছর পূর্ণ হওয়ার পরদিন অর্থ ০৬-০৫-২০১২ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

এই প্রজ্ঞাপন জনস্বার্থে জারি করা হল।

এম. এম. নিয়াজউদ্দিন
সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ, ২১ অক্টোবর ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৫.২০১৪-৮০২—যেহেতু, ডাঃ বেলায়েত হোসেন ঢালী (১১০০৩২), মেডিকেল অফিসার, শুভপুর ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ছাগলনাইয়া, ফেনী এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধিমতে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ১৮-০৮-২০১৪ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭. ০১.০০.০৭৫.২০১৪-৬৪০ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১২-১০-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীর সময় তিনি জানান যে, গত ১১-০৩-২০১৩ তারিখ হতে ৩১-০৭-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অসুস্থতাজনিত কারণে তিনি কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন ছিলেন। সুস্থতালাভ করে গত ০২-০৮-২০১৪ তারিখ তিনি কর্মস্থলে যোগদান করেছেন। অসুস্থকালীন সময়ে তিনি যথানিয়মে তার স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে প্রতিমাসে অসুস্থতার বিষয়টি অবহিত করেছিলেন বর্তমানে তিনি কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালন করে আসছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ বেলায়েত হোসেন ঢালী (১১০০৩২), মেডিকেল অফিসার, শুভপুর ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ছাগলনাইয়া, ফেনী এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধিমতে 'তিরস্কার' করে বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হল।

তারিখ, ২২ অক্টোবর ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৬৫.২০১৪-৮১৪—যেহেতু, ডাঃ মোঃ জাহিদুল ইসলাম (৩৮৪৯৭), জুনিয়র কনসালটেন্ট (এনেসথেসিয়া), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা, সংযুক্ত জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধিমতে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ২৪-০৭-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৬৫.২০১৪-৫৮৫ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৪-০৯-২০১৪ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীর সময় তিনি জানান যে, তিনি থোরাসিক সার্জারী এ্যানেসথেসিয়া প্রদানে দক্ষতা অর্জন করেছেন। বক্ষব্যাধি হাসপাতালে এ্যানেসথেসিওলজিস্ট এর সংকট থাকায় পরিচালক কর্তৃক তাঁকে বদলিকৃত পদে যোগদানের নিমিত্ত ছাড়পত্র প্রদান না করে নিয়মিতভাবে পূর্বের ন্যায় কাজ চালিয়ে যেতে নির্দেশ প্রদান করায় তিনি এ্যানেসথেসিয়া পদে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তাঁর সংযুক্তি বহাল রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিচালক, জাতীয় ব্যক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা মন্ত্রণালয়ে কয়েকবার পত্র প্রেরণ করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ জাহিদুল ইসলাম (৩৮৪৯৭), জুনিয়ার কনসালটেন্ট (এনেসথেসিয়া), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা, সংযুক্ত জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে তাঁকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি করা হল।

ডাঃ মোঃ জাহিদুল ইসলাম (৩৮৪৯৭), ৩০-১০-২০১৪ তারিখের মধ্যে নতুন কর্মস্থলে টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জে যোগদান করবেন যদি ইতোমধ্যে ঐ জায়গায় অন্য কেহ যোগদান না করে থাকেন।

এ. এম. বদরুদ্দোজা
অতিরিক্ত সচিব।

পার-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ অক্টোবর ২০১৪

নং স্বাপকম/পার-২/বিবিধ-১০/২০১০-৬১৩—ডাঃ মোঃ জাকির হোসেন (৩৭২৬১), প্রাক্তন সিভিল সার্জন, ফেনী (বর্তমানে ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর) এর বিরুদ্ধে বিনা টেন্ডারে হাসপাতালের ঔষধ ও অন্যান্য মালামাল ক্রয়সহ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে পিপিআর অনুযায়ী টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ না করা, দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি গঠন না করে দরপত্র উন্মুক্ত করা, অবাধ ও প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র ব্যতিত ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রেক্ষিতে নতুন দরপত্র আহবান না করে পুরাতন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করার অভিযোগসমূহ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে।

২। এক্ষণে, সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ১১(১) বিধি মোতাবেক তাঁকে অসদাচরণের দায়ে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল।

৩। তিনি প্রচলিত বিধি মোতাবেক সাময়িক বরখাস্তকালীন খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এম. এম. নিয়াজউদ্দিন
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২ অক্টোবর ২০১৪

নং ৪৬.০৪৬.০২৭.০০.০০.০৫৩.২০১৩-৯৩৬—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল করিম, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা এর বিরুদ্ধে বিজ্ঞ অতিরিক্ত চীফ জুডিশিয়াল আদালত, গাইবান্ধায় মামলা নং দ্রুত বিচার ২-১৩(জি আর নং ৬০/১৩) (সদর থানা), বিজ্ঞ স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল নং ১ এর স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ৬২/২০১৪ (জিআর নং ১৬/২০১৪ গাইবান্ধা) মামলার অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়েছে;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় তাঁর দ্বারা ক্ষমতা প্রয়োগ জনস্বার্থের পরিপন্থী মর্মে সরকার মনে করে;

সেহেতু, সরকার তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্তকরার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

২। এ অবস্থায়, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ১৩খ (১) ধারা অনুযায়ী জনাব মোঃ আব্দুল করিম, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সবুর হোসেন
উপ-সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

শাখা-১০

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২০ অগ্রহায়ণ ১৪২১/০৪ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ২৫.০০.০০০০.০২৩.৩১.০০২.১২(অংশ)-৩৩৭—সরকার পরিত্যক্ত সম্পত্তির 'ক' তালিকাভুক্ত এবং সংরক্ষিত বাড়ি নং-(১) বাড়ি নং-১/২, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা (জমির পরিমাণ ১০ কাঠা), (২) বাড়ি নং-৭০ (পুরাতন ২৩৪-বি), রোড নং-৭/এ (নতুন), (পুরাতন-১৪), ধানমন্ডি, ঢাকা (জমির পরিমাণ ১ বিঘা) এবং (৩) বাড়ি নং এন ই (আই)-৪, রোড নং-৮৪, গুলশান-২, ঢাকা (জমির পরিমাণ ৩৩.৫০ কাঠা) বাড়ি ৩টি পরিত্যক্ত সংরক্ষিত তালিকা হতে বিক্রয় তালিকায় আনয়ন করলেন।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শরাফত আলী
সহকারী সচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শাখা-সেল

পরিপত্র

তারিখ, ০৬ জানুয়ারি ২০১৫

নং মশিবিম/শাখা-সেল/রীট মামলা-০৩/১২-৪৬১—বিদ্যমান Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act, 1974 (Act No. LII of 1974) Section-14 এর প্রদত্ত ক্ষমতায় প্রণীত মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা ২০০৯ এর ২৩ক এর (১) ধারা মতে "কোন নিকাহ রেজিস্ট্রার বর ও কনের জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম নিবন্ধন সনদ বা জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জে,এস,সি) বা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এস,এস,সি) বা সমমানের পরীক্ষার সনদপত্র পরীক্ষাপূর্বক বর ও কনের বিবাহের জন্য আইনগত বয়স সম্পর্কে নিশ্চিত না হইয়া কোন বিবাহ নিবন্ধন করিবেন না।"

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উক্ত আইন ও বিধি যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক সনদসমূহ যাচাই-বাছাই না করেই বিবাহ নিবন্ধন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ফলে বাল্য বিবাহ কাঙ্খিত হারে প্রতিরোধ হচ্ছে না। বাল্য বিবাহ বাংলাদেশের জন্য একটি অন্যতম জাতীয় সমস্যা। বাল্য বিবাহ শুধু একটি শিশুর বর্তমানকেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে না বরং সমগ্র দেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে করছে অন্ধকারাচ্ছন্ন। বাল্য বিবাহের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েরা অল্প বয়সে মা হয়ে নিজ এবং সন্তানের জীবনকে করছে সঙ্কটাপন্ন, বৃদ্ধি পাচ্ছে নারী নির্যাতনসহ সামাজিক বিশৃংখলা।

এক্ষণে, বিবাহ নিবন্ধনকালে বর ও কনের জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম নিবন্ধন সনদ বা জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জে,এস,সি) বা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এস,এস,সি) বা সমমানের পরীক্ষার সনদপত্র পরীক্ষাপূর্বক বর ও কনের বিবাহের জন্য আইনগত বয়স সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বিবাহ রেজিস্ট্রারগণ বিবাহ নিবন্ধন করবেন।

মোঃ গোলাম মোস্তফা
সহকারী সচিব (সেল)।